কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ২৩:১৯

রাবির দশম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

জাতির আশা পূরণে দায়বদ্ধ থাকতে হয় গ্র্যাজুয়েটদের

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বৈশ্বিক রীতি অনুযায়ী ওপর দিকে হ্যাট ছুড়ে উল্লাস করে সনদপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আবদুল হামিদ সনদপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘তোমাদের আজকের এই অবস্থানের জন্য তোমাদের মাতা-পিতা, শিক্ষক, সমাজ, দেশ ও জনগণের বিপুল অবদান রয়েছে। তোমরা এসবের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে মেধা, প্রজ্ঞা ও কর্ম দিয়ে জাতির আশা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।’ তিনি বলেন, ‘মনে রাখতে হবে সমাবর্তন শিক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা করছে না, বরং উচ্চতর জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করছে।’

গতকাল শনিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের সমাবর্তনে ছয় হাজার ১৪ জন মাস্টার্স, এমবিবিএস, বিডিএস, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারীদের সনদ দেওয়া হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত যাঁরা এসব ডিগ্রি অর্জন করেন, শুধু তাঁরাই এবারের সমাবর্তনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান।

এবারের সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ইমেরিটাস আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। সমাবর্তনে দুই প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক ও সেলিনা হোসেনকে বাংলা সাহিত্যে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডি.লিট উপাধি প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি। বিকেল ৪টার দিকে রাষ্ট্রপতি সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরুর আগে দুটি আবাসিক হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

রাবির দশম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ দুই কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক ও সেলিনা হোসেনকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি তুলে দেন

রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'উচ্চশিক্ষা যাতে সার্টিফিকেটসর্বস্ব না হয় কিংবা শিক্ষা যাতে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত না হয় তা দেশ ও জাতির স্বার্থে সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে। তোমরা সফল হও। আমি তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।'

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সনদপ্রাপ্তদের উদ্দেশে বলেন, 'সামনে আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আপনাদের এই পর্যায়ে আসার জন্য এ দেশের জনগণের অনেক ভূমিকা রয়েছে। তাই আপনাদেরও তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে।'

সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক ইমেরিটাস আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক পরিবেশ সম্পূর্ণ সুস্থ এবং শিক্ষক বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে না তা বলা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাজে ও চিন্তায় স্বচ্ছতার অভাব উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের বাধা। তিনি বলেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধু উচ্চশিক্ষার মানের অবনতি হয়নি, পরীক্ষা পদ্ধতিও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুস সোবহান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা ও অধ্যাপক ড. চৌধূরী মো. জাকারিয়া, কোষাধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল বারী। পরে সন্ধ্যায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com